নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে

তামান্না ঝুমু



তামান্না ঝুমু

নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে

আন্তর্জাল সংস্করণ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ । ১ ডিসেম্বর ২০১২

প্রকাশক

ধর্মকারী ডট কম

dhormockery@gmail.com

ভূমিকা

সর্বশক্তিমান রচিত পবিত্র গ্রন্থ পড়েই আমার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। ঐশী কিতাব মাতৃভাষায় তিলাওয়াতের পরে জন্মসূত্রে পাওয়া পৈত্রিক ও মাতৃক সম্পদ "ঈমান" হারিয়ে আমি অনেকটা উদ্‌ভ্রান্ত ও অস্থির হয়ে পড়ি। তবে সেই উদ্‌ভ্রান্তি ও অস্থিরতা ঈমান খোয়ানোর জন্য অনুশোচনা বা সেটা ফিরে পাবার জন্য নয়। পবিত্র গ্রন্থে দয়াময় যে সকল অমীয়বাণী রচে রেখেছেন, তা সবাইকে জানানোই আমার নৈতিক দায়িত্ব ব'লে উপলব্ধি করতে লাগলাম। অবিলম্বে দায়িত্ব পালন শুরু করেও দিলাম। আত্নীয়-স্বজন-বন্ধু-প্রতিবেশী যে কারো সাথে কথা হলেই আমি গুটিকয়েক পবিত্র বাণী তিলাওয়াত থেকে তফছির করে শোনাতে শুরু করলাম, অত্যন্ত নিষ্ঠা-সহযোগে। আমার মুখে মাতৃভাষায় ঐশীবাণী শ্রবণমাত্রই সকলেই আছতাগফেরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ প'ড়ে প'ড়ে আমার কাছে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল জন্মগত সম্পদ ঈমান অটুট রাখতে। অনেকেই পরিত্যাগ করল আমায়। তাদের অভিমত হচ্ছে, এই ভয়াবহ বাক্যগুলো নাকি আমারই বিরচিত! কিন্তু আমি এ সব আজেবাজে দ্রব্য রচতে যাবো কোন দুঃখে! আমি কি আল্লাহ নাকি? এই অপবাদের তীব্র কষ্ট রাখি কোথায়?

ঈমান নামের অত্যন্ত অপ্রোয়জনীয়, হানিকর ও জঘন্যতম সম্পদটি অনেকেই বহন করে চলেছে। বিগত জীবনে যেমন এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু না জেনেই বহন করেছিলাম আমিও। এই জঘন্যতা সম্মন্ধে আমি মানুষকে জানাতে চাই। কী করে জানাই? ভাবতে ভাবতে মনে হল ফেসবুকের মাধ্যমে হয়ত কিছুটা সম্ভব হতে পারে। আমি একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দয়াময় ও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের দয়ালু বাণীগুলো আস্তে আস্তে হাসি-ঠাট্টার ছলে লিখতে লাগলাম। আমি একজন সাধারণ মানুষ। কোনো প্রেরিত মহাপুরুষ বা তাদের প্রেরক মহাপ্রভুর মত নৃশংস বর্বর তো আমি হতে পারি না! তাই মহাতম ও মহানতমদের চূড়ান্ত নৃশংসতার মধ্যেও আমি কিছুটা কৌতুক অনুসন্ধান করতে লাগলাম। তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করা ছাড়া আমার আর কীই-বা করার আছে? মহান বাণী প্রচারে মানুষের কাছ থেকে সাড়া পাই। গালি পাই তার চেয়ে ঢের বেশি। তবুও চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আমার এই ছোট ছোট লেখা ও প্রয়াস **'ধর্মপচারক'**-এর উদ্যোগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত **'ধর্মকারী'** ব্লগে প্রকাশ হতে শুরু করলো **"নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে"** নামের সিরিজে। লেখার বিষয়ের সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ অর্থবহ নামটি তাঁরই দেওয়া।

আমার এই ছোট ছোট লেখা ও প্রয়াস 'ধর্মপচারক'-এর উদ্যোগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মকারী' ব্লগে প্রকাশ হতে শুরু করলো "নিঃসীম নূরানী অন্ধকারে" নামের সিরিজে। লেখার বিষয়ের সঙ্গে সাযূজ্যপূর্ণ অর্থবহ নামটি তাঁরই দেওয়া।

আমার অনেক ফেসবুক বন্ধুই লেখার জন্য আমাকে অনুপ্রেরণা ও তাগিদ দিয়ে থাকেন। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এই ই-বইটি নির্মাণের কৃতিত্ব সায়নের। তার প্রতিও ঋণ স্বীকার করছি।

আমার একটাই চাওয়া: সবাই যেন স্বঘোষিত প্রেরিত পুরুষদের স্বসৃষ্ট প্রভু ও স্বরচিত অলৌকিকত্বের বুজরুকি বুঝতে পারে। সবার জীবন অপবিশ্বাসমুক্ত, ইহলৌকিক ও আলোকিত হোক। ধর্ম নিয়ে হাস্য-কৌতুক চলতে থাকুক সম্মিলিতভাবে, সোৎসাহে, সানন্দে ও সোচ্চারভাবে।

তামান্না ঝুমু

১.

খাদিজা মারা যাবার পর মুহাম্মদ ১৩ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৩ বছরে তিনি ১৩ খানা বিবাহ করেছেন মাশাল্লাহ। তিনি আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকলে পৃথিবীর অনেক উপকার করতে পারতেন। আরও কয়েক ডজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করে তাদেরকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারতেন।

২.

ধর্মব্যবসায়ীরা কেউ কেউ পরমহংস,
কেউ কেউ পরমবক।

৩.

জীবাণু যেমন ফসলের জন্য ক্ষতিকর, ধর্মও তেমনি মানুষের জীবনের জন্য ক্ষতিকর। স্বাস্থ্যবান ফসল পেতে হলে যেমন জীবাণু কাম্য নয়, তেমনি সুস্থ সুন্দর সমাজ ও জীবনগঠনেও ধর্ম কাম্য নয়।

৪.
আল্লাহর কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধু কেউই নেই। কারুর সাথেই তাঁর সম্পর্ক নেই। বেচারা একঘরে।

৫.
যে কোনো ধর্মগুরুর জীবনীর সাথে অধার্মিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী তুলনা করলেই বিশ্বাসের ভয়াবহতা ও অবিশ্বাসের উদারতা সম্পর্কে বুঝতে পারা যেতে পারে।

৬.
পৃথিবীতে বর্তমানে দশ হাজারের কাছাকাছি ধর্মবিশ্বাস বিদ্যমান আছে। তার মানে স্রষ্টার সংখ্যাও কি প্রায় দশ হাজার? স্রষ্টাগণও কি মানুষের মত ধর্ম নিয়ে আকাশে ব'সে হানাহানি করেন?

৭.
কোরান-হাদিস সম্পর্কে লিখে আমি মোমিনবান্দাগণের অশ্লীল গালিগালাজ ও অভিসম্পাত কুড়াচ্ছি। কিন্তু এসব তো আমার নিজের কথা না। কোরান-হাদিসে যা লেখা আছে, আমি তা-ই বলছি। তাহলে তাদের গালি কার ওপরে যায়, আমার ওপরে? নাকি কোরান রচয়িতার উপরে? মোমিনদের কেন সহ্য হয় না কোরানের বাণী? তাঁরা কি কোরান পড়েন নি?

৮.

আল্লাহ একজন তোষামোদপ্রিয় নিম্নমানসিকতাসম্পন্ন জীব। তিনি স্তাবকতা ও চাটুকারিতা পছন্দ করেন। যারা তাঁর চাটুকারিতা করে না, তিনি তাদের পিছে বেহেস্তী সুরা খেয়ে লাগেন।

৯.

ধোঁকাবাজগণ বিভিন্ন রকম ধোঁকাবাজি করে থাকেন। চূড়ান্ত ধোঁকাবাজ হচ্ছেন ধর্মগুরুগণ। যে কেউই ইচ্ছে করলে পয়গম্বর বা অবতার হতে পারে। বানোয়াট কিছু আজগুবি কথা বলে দিলেই হ'ল। যেমন, কাল রাতে ভেড়ার পিঠে চ'ড়ে সূর্যে গিয়েছিলাম টাইপের। আর কিছু উপস্থিত বুদ্ধি থাকা দরকার। কেউ প্রশ্ন করলে যাতে আজগুবি উত্তর দেয়া যায়।

১০.

ধর্মগ্রন্থগুলো আজেবাজে কথায় ভর্তি। দু'-একটি সরল ভাল কথা সেখানে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তেমন কথা যে কেউই বলতে পারে। এতে অভিভূত হবার কিছু নেই। মস্ত বড় ক্রিমিনালও জীবনে দু'-একটি ভাল কথা বলে থাকে।

১১.

ভাল ধর্ম বলতে কোনো ধর্ম নেই। সবগুলো ধর্মই ভুয়া , বানোয়াট ও ধূর্ততার ব্যবসা।

১২.
বন্ধুরা, আপনারা কি কখনো শুনেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজের প্রশংসা নিজে করছে বা নিজেকে নিজে ধন্যবাদ দিচ্ছে বা নিজেকে নিজে দয়ালু বলছে? দেখতে চাইলে পড়ে দেখুন সূরা ফাতেহা।

১৩.
পৃথিবীর অগণিত মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানহীন। আল্লার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ওরা সবাই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সাত আসমানের ওপর চ'ড়ে বসে আছেন জাঁকজমকপূর্ণ আরশে। আর তাঁরই সৃষ্টি অনাহারে, উলঙ্গ ঘুরছে বন্ধুর জগতে নিরুদ্দেশে; তাঁর লজ্জা করে না!

১৪.
নারী নেতৃত্ব হারাম। নারীর ইমামতি হারাম। সম্পদে নারী-পুরুষের সমান অধিকার হারাম। নারীর পক্ষে যানাজা পড়া হারাম। বৌ পেটানো হালাল। মানুষ আজকাল হারাম-হালাল চেনে না, শরিয়ত মোতাবেক বৌদেরকে মারধোর করে না, এজন্যেই পৃথিবীতে এত অশান্তি।

১৫.
স্বর্গীয় নয়নাভিরাম দৃশ্য পবিত্র ভারী।
ভুড়িভুড়ি হুরীতে
মদে টালমাটাল মোমিনদের গড়াগড়ি।

১৬.

মহানবী মহাম্মদ,
ছিলেন না মহা-উন্মাদ।
ছিলেন তিনি ধূর্তের ধূর্ত,
ছিলেন তিনি মহা মহা বদ।

১৭.

বিশ্বাসের মহিমা ও রহমত; অথৈ অপার।
অবিশ্বাসীদের উপর
ফতোয়া জারি ও হত্যার হুমকি প্রদান
বিশ্বাসের জগতে মহান ব্যাপার।

১৮.

আমি শান্তিপূর্ণভাবে ব'লে যাবোই
আমার অবিশ্বাসের কথা।
তাতে বিশ্বাসীরা যতোই পান না কেন
তাদের অন্ধ-অনুভূতিতে ব্যথা।

১৯.
বিশ্বাসীদের অনুভুতি বড়োই ব্যথার স্থান।
কেউ অবিশ্বাসের কথা বললেই
তারা সেই স্থানে যার পর নাই ব্যথা পান।
প্রচণ্ড ব্যথা ও ঈমানী জোশে
তারা প্রলয়ংকরী হয়ে যান।
তখন তারা পবিত্র নির্দেশ
ও পবিত্র কর্তব্য অনুযায়ী
নিরীহ অবিশ্বাসীদের চাপাতি দিয়ে কোপান;
এবং অবিশ্বাসীদের সমাবেশে
পবিত্র বোমা ফোটান।

২০.
ইয়া আল্লা সোবহান, সর্বশক্তিমান;
তুমি বিশ্বাসীদের হৃদয়ের সীলমোহর
করো উন্মোচন।
তাদেরকে মুক্তচিন্তার ক্ষমতা কর দান।
আমীন।

২১.
ধর্মগুরুদের কেউ কেউ মৃগী ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে আল্লার সাথে কথা কন, কেউ কেউ ভাব সমাধি প্রাপ্ত হয়ে মৃতবৎ প'ড়ে থাকেন ধ্যানের রাজ্যে।

২২.
আল্লাকে দেখে মুসা নবী কেন হয়েছিল অজ্ঞান? তিনি কি এতই কুৎসিত কুদর্শন?

২৩.
ধর্মগ্রন্থগুলো আসলেই অলৌকিক। কারণ এত এত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কথা কোনো লোকের পক্ষে লেখা আদৌ সম্ভব নয়।

২৪.
মানুষ কি মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে? যদি তাই হয়, তাহলে নিষ্ঠুর মৃত্যুর কী দরকার ছিল?

২৫.
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন পর্বতগুহায় বিনামূল্যে ওহী পাওয়া যায়। গায়েবী আওয়াজ শোনা যায়।

২৬.
পর্বতগুহায় যে-কিতাব নাজিল হয়েছে, তার নাম পার্বতী কিতাব না হয়ে আসমানী কিতাব হলো কেন?

২৭.
নবী-রাসুলদের আমলে আল্লাপাক কথায় কথায় কাফেরদের উপর আকাশ থেকে ঢিল ছুঁড়তেন, বন্যা মহামারি ঘটিয়ে দিতেন, ঠাডা ও উল্কা মারতেন। আজ কোথায় গেল সেইসব অনুপম প্রতিশোধ গ্রহণের দিন!

২৮.
ভীরু পুরুষদেরকে কাপুরুষ বলা হয়। সবচেয়ে বড় কাসত্তা হচ্ছেন আল্লাপাক। কারণ তাঁর মানুষের সামনে আসার সাহসটুকুও নেই।

২৯.
আমি আরবী পড়তে পারি না। সেজন্য আমি মোটেও লজ্জা বোধ করি না। কারণ আরবী আমার মাতৃভাষা না। আর কুরান যার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সে মুহাম্মদ নিজেও কুরান পড়তে পারতেন না। "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরবী পড়লে সওয়াব" সেই বুজরুকি থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি।

৩০.

যে-ধর্মে চুরির শাস্তি হিসেবে সুস্থ মানুষের অঙ্গ কেটে তাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়, সে ধর্ম কীভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হয়?

৩১.

বন্ধুগণ, আপনারা কি জানেন, এত বড় পৃথিবী আমাদেরকে নিয়ে কেন হেলে পড়ে যায় না?
কারণ মহান আল্লাপাক পাহাড় পর্বত দিয়ে পৃথিবীকে চাপা দিয়ে রেখেছেন। **(কোরান ১৬; ১৫)**

৩২.

তোমরা মাটিকে ফাঁড়িয়া ফেলিতে পারিবে না এবং উঠিতে পারিবে না পর্বত শিখরে। **(কোরান ১৭; ৩৭)**

মানুষ মাটি ফাঁড়িয়া বহুকাল ধরিয়া খনিজ সম্পদ আহরণ করিতেছে, মাটির নিচে বহুতল দালান নির্মান করিতেছে, সুড়ঙ্গ পথ বানাইতেছে। ১৯৫৩ সালে পর্বতারোহী তেনজিং ও হিলারি এভারেস্টের সর্ব উচ্চ চূড়ায় আরোহন করিয়াছেন। কাজেই আল্লাপাকের এই আয়াত মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে বহু পূর্বেই।

৩৩.

লোকে তোমায় গণিমত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বল, গণিমত আল্লা ও রাসুলের। **(কোরান ৮; ১)**

গণিমত মানে জেহাদলব্ধ মাল। আসলে জেহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লুটপাট। লুটের মালে আল্লারও অংশ আছে! তিনি কি লুটের মালে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন? তিনি কি সন্ত্রাসী? মুমিনদেরকে লুট করতে উৎসাহ দিচ্ছেন আবার সে লুণ্ঠিত মালের ভাগ চাচ্ছেন!

৩৪.

তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যখনই কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন তার সম্মন্ধে বলেন "হও" তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। **(কোরান ২; ১১৭)**

পৃথিবীতে যখন বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু হয় তখন তিনি কেবল "হও-হও" করতে থাকেন। এসব সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টা করেন না বা "হয়ো না" বলেন না।

৩৫.
বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন কাফেররা কেন কাফের?
কারণ আল্লা নিজেই ওদের চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ে মেরেছেন মোহর। **(কোরান ২; ৭)**

৩৬.
নবী মুহাম্মদ মৃত্যুর সময় তার নয়জন বিবি রেখে গেছেন। এবং মৃত্যুর আগে তার বিধবা বিবিদের পুনঃবিবাহ হারাম করে দিয়ে গেছেন। সত্যিই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

৩৭.
কিতাবের নাম বানোয়াট শরীফ। ধর্মের নাম অশান্তি।

৩৮.
আল্লাপাক মোমিন বান্দাদেরকে বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে মানা করেছেন, এমনকি ওদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও যেতে মানা করেছেন। সেই সদা বর্জনীয়, নিষিদ্ধ বিধর্মীদের আবিষ্কৃত প্লেনে চ'ড়ে হজ্জ করতে গেলে গুনাহ হবে না?

৩৯.

কুরানে আছে, কেয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আল্লার আরশ কাঁধে করে আল্লাকে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসবে। প্রশ্ন হল, আল্লা কি পঙ্গু? তাকে কাঁধে নিতে হবে কেন?

৪০.

যে নিরাকার, তার কি কান আছে? কান না থাকলে সে কী করে শুনতে পায়? আল্লা যদি নিরাকার হন, তাহলে তিনি কীভাবে তার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তুতিবাক্যগুলো শুনতে পান? আর কান থাকলে তো তাকে নিরাকার বলা যায় না।

৪১.

মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি ধর্মশালার সংখ্যা দিনদিন আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণের হেতু কী? তিনি কি গৃহহীন, উনার ক'টি গৃহের দরকার? অগণিত গৃহহীন মানুষ খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে চিরকাল। স্রষ্টার চেয়ে ওদের ঘরের দরকার বেশি নয় কি?

৪২.

একজন মহান শ্বশুর তার পুত্রবধূকে বিবাহ করে অভূতপূর্ব মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি অনেকের কাছেই মহা-অমানব হিসেবে কুপরিচিত।

৪৩.

আব্রাহামিক ধর্মগুলো মতে স্রষ্টার স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করেছিল শয়তান। যদিও এই কাহিনী ও চরিত্রগুলো বানোয়াট এবং ভুয়া, তবুও শয়তানের তীব্র আত্মসম্মানবোধ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অকপট সাহস আমার কাছে ভাল লাগে।

৪৪.

পয়গম্বর মানেই cheater. মহা পয়গম্বর মানে মহাcheater.

৪৫.

আল্লা নিরাকার তবে উনার চোখ আছে কাফের-মুমিনের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য। আল্লা নিরাকার তবে উনার মুখ আছে কাফেরদের অভিশাপ ও মুমিনদের আশীর্বাদ করবার জন্য। আল্লা নিরাকার তবে তার কান আছে স্তুতিবাক্য ও ব্যঙ্গ শোনার জন্য। তিনি নিরাকার তবে উনি আরশে বসেন কী করে?

৪৬.

আসুন বন্ধুগণ সকলে মিলে কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে হাসি।

"আমি নিচের আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়েছি। রক্ষা করেছি আকাশকে বিদ্রোহী শয়তান হতে। ওরা উর্ধাকাশে কিছু শুনতে পায় না, ওদের উপর সবদিক হতে উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়, তাড়ানোর। ওদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি। কেহ গোপন কথা শুনলে জ্বলন্ত উল্কা তার পশ্চাদ্ধাবন করে।" **৩৭: ৬-১১**

খুবই হাস্যকর তাই না?

৪৭.

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি হতে। তারপর তাকে শুক্রাকারে স্থাপন করি এক নিরাপদ স্থানে। পরে শুক্রাণুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, পরে জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে, পিণ্ডকে অস্থিতে, পরে অস্থিকে আবৃত করি গোসত দিয়ে। ***২৩: ১২, ১৩, ১৪***

আল্লাপাকের এই ভ্রূণ তৈরির প্রকৃয়ায় শুধু শুক্রাণু দেখা যাচ্ছে। ভ্রূণ সৃষ্টিতে কি ডিম্বানুর কোন দরকার নেই?

৪৮.

কাফেরদের কেউ মরলে তাদের জানাযায় শরীক হবে না, দোয়ার জন্য কবরের কাছে দাঁড়াবে না।
৯: ৮৪

এ রকম সহিংস কথা আল্লা বলতে পারলেন!

৪৯.

হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিন ছাড়া কাফেরদেরকে কখনো বন্ধু নির্বাচন করোনা। যারা করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবেনা। ***৩: ২৮, ১১৮***

এই একই কথা আরো অনেকগুলো আয়াতে আছে। সুতরাং ঈমানদার মুমিনদের যদি কোন বেঈমান কাফের বন্ধু থাকে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আল্লার আদেশ ও ঈমানী কর্তব্য।

৫০.

তিনি ৬দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আগে তার তখত ছিল পানির উপরে। ***১১; ৭***

আল্লাহ পূর্বজন্মে পানিতে বাস করতেন! তিনি কি তখন মৎস প্রজাতির ছিলেন?

৫১.

আপনারে বড় বলে বড় সে-ই হয়
নমুনা স্বরূপ আছে খোদা দয়াময়।

৫২.
আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল রে মরার বিজ্ঞানে।
ঘরছাড়া তারে করিল রে হায় মরার বিজ্ঞানে।
আসমানি ঘর হারাইয়া খোদা থাকবে কোনখানে?

৫৩.
যদি সুন্দর একখান বোরাক পাইতাম
নবীজির রওজা মোবারক ঘুরিয়া আসিতাম।

৫৪.
মুখোমুখি হতে সৃষ্টির কেন স্রষ্টার এতো ভয়
স্রষ্টা রয়েছে - এ কথা কি তবে সত্য মোটেই নয়?

৫৫.
বরের বয়েস একান্ন,
আর কনের বয়েস ছয়।
আল্লা দয়াময়।

৫৬.

বিভিন্ন উপাসনালয় থেকে উপাসকদের জুতা চুরি হওয়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যে স্রষ্টা মানুষের জুতা পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না, তার উপাসনা করে কী লাভ?

৫৭.

খোদা অর্থ যে খোদ, মানে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে। হাফেজ মানে জ্ঞানী। "খোদা হাফেজ" মানে হচ্ছে, যে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে, সে জ্ঞানী। বিদায়ের কালে এই অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকর বাক্যটি কেন বলা হয়?

৫৮.

কুরানে এতসব পচা কথা লেখার পরেও আল্লা নাপাক না হয়ে পাক কেন?

৫৯.

আল্লাহ একটি আসমানী প্রাণী।
সেই আসমানীকে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
রসুল উদ্দির বোরাকে চড়ে আসমানপুরে যাও।

৬০.

আল্লা একবার বলেছেন, তিনি সাত আসমানে বাস করেন। আবার বলেছেন, তিনি সর্বত্র বাস করেন। আসলে তার কি কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে, নাকি তিনি যাযাবর?

৬১.

একান্ত নবী তোমাদের সবাইকে ত্যাগ করলে তার রব তোমাদের স্থলে হয়তো তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী, তারা হবে মুসলিম, মুমিন, বিনয়ী ও তওবাকারী, রোজাদার, বিধবা ও কুমারী। **(কোরান ৬৬; ৫)**

নবীজি তার সবগুলো পুরাতন বিবিকে একযোগে তালাক দিয়ে নিত্য-নতুন আরো কতগুলো বিয়ে করে আনার নূরানী হুমকি দিচ্ছেন তার বিবিদের। কী সাংঘাতিক নূরানী ব্যাপার! সবাই বলেন, আমিন।

৬২.

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী প্রত্যেককে এক’শ দোররা মারবে, আল্লার বিধান প্রতিপালনে তাদের প্রতি যেন তোমাদের দয়া না জাগে, যদি তোমাদের আল্লা ও পরকালে বিশ্বাস থাকে।মুমিনদের একটি দল যেন শাস্তিদানকালীন উপস্থিত থাকে। **(কোরান ২৪; ২)**

তাহলে দাসী ও যুদ্ধবন্দিনী সম্ভোগ কেন ব্যভিচারের পর্যায়ে পড়ে না? তবে মানুষকে প্রেমের অপরাধে দোররা মারা হবে আর দয়ালু মহামানব মুমিনগণ সে মনোরম দৃশ্য পরমানন্দে দু’চক্ষু মেলে উপভোগ ক’রে স্বর্গীয় সুখ লাভ করবেন। বাহ্, কী শান্তিময় জীবন-ব্যবস্থা!

৬৩.

আল্লাই ঊর্ধ্বদেশে খুঁটি ছাড়া আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন। **(কোরান ১৩; ২)**

হাসির খোরাক।

৬৪.

তোমার বিদ্বেষীরাই নির্বংশ, লেজকাটা বানর। **(কোরান ১০৮; ৩)**

অমুসলিমরা সবাই কি নির্বংশ? তাদের কি বংশ বৃদ্ধি হয় না? তাহলে এত অমুসলিম এল কোথা হতে? লেজকাটা বানর ব’লে আল্লা গালি দিচ্ছেন মানুষকে? বানরের লেজ কাটল কে?

৬৫.

নিজেদের লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ কর। তবে নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীদের বেলায় ভিন্ন কথা, এতে নিন্দনীয় হবে না। **(কোরান ২৩; ৫,৬)**

অসহায় দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক যদি নিন্দনীয় না হয়, নিন্দনীয় তবে আর কী আছে এই পৃথিবীতে? কর্মক্ষেত্রে পরিচারিকাদের কি কোন নিরাপত্তা বা সম্মান থাকতে নেই শান্তির ধর্ম ইসলামে?

৬৬.

মুহাম্মদ (সঃ) - এর মানে হচ্ছে মুহাম্মদের উপর আল্লার রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক। তার মানে তিনি কি খুবই করুণ অবস্থায় আছেন? "মুহাম্মদ (সঃ)"-কে বাংলায় "মুহাম্মদ (করুণার পাত্র)" বলা যায় না?

৬৭.
কলেমা শাহাদাত: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাই একমাত্র স্রষ্টা এবং মুহাম্মদ তার প্রেরিত রাসুল।" এখানে কে সাক্ষ্য দিচ্ছে, কেন, কোথায় দিচ্ছে? আল্লা ও রাসুলকে কি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের বিচার করা হচ্ছে? আর এটা তো শেখানো বুলি। কেউ তো নিজে থেকে সাক্ষ্য দিতে যায়নি! কেউ তো তাকে কখনো দেখেও নি! জোরপূর্বক ভুয়া সাক্ষ্য দেয়ানো হচ্ছে কেন? এটা একটা অপরাধ নয় কি?

৬৮.
ধর্মগ্রন্থগুলো যদি স্রষ্টার রচিত হয়, তবে গ্রন্থপ্রাপ্ত ধর্মগুরুদের এতে কৃতিত্ব কোথায়? তারা তো সেগুলো রচনা করেন নি (অন্তত তারা সেটা দাবী করেছেন)! একজনের রচিত বইয়ে আরেকজনের এত নামডাক কেন?

৬৯.
কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও হুরী ,মদ আর আঙ্গুর বেদানার লোভে মেঝেতে পাঁচবেলা মাথা ঠুকে মরে।

৭০.
বিশ্ব প্রকৃতির কোনো ঘটন-অঘটনের জন্য ঈশ্বর দায়ী নয়। মানুষ তার উদ্দেশ্যে শুধু শুধু ধন্যবাদ, স্তুতি বা দোষ ছুঁড়ে দেয়। কিছুই তার কাছে পৌঁছায় না। তার কোনো ঠিকানা নেই। কারণ সে নিজেই তো নেই। সে হচ্ছে কিছু মানুষের কল্পনা।

৭১.
ভারতবর্ষের শীতল জলে পরমহাঁসগণ করেছেন সন্তরণ, মরুভূমির তপ্ত বালিতে চরমউটগণ ফেলিয়া তাদের পবিত্র চরণ করেছেন বিচরণ।

৭২.
মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। আল্লা বলেছেন, সকল প্রশংসা আল্লার। তবে তার দাবী অনুযায়ী তার নামের আগে মুহাম্মদ বসানো উচিত নয় কি? মানে তার নাম ত হওয়া উচিত "মুহাম্মদ আল্লা"! তিনিই যদি সকল প্রশংসার মালিক হন তবে অন্য যে কাউকে মুহাম্মদ নামে ডাকা শিরক নয় কি?

৭৩.

তিনিই প্রকৃত শয়তান, যিনি শয়তান সৃষ্টি করেছেন।

৭৪.

ছবি আঁকা হারাম। কিন্তু হজ্বে যাবার জন্য ফটোক তোলা হালাল। বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করা হারাম। কিন্তু ওদের তৈরি সব জিনিস এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা হালাল। বিধর্মীরা মারা গেলে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাওয়াও হারাম। কিন্তু সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে; জান-প্রাণ দিয়ে বিধর্মীদের দেশে বাস করা হালাল। এমন পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা আর কোথায় আছে, বলুন তো!

৭৫.

আল্লা একবার বলেছেন তিনি ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আবার বলেছেন ৮ দিনে সৃষ্টি করেছেন। কোনটা সত্য? আর কোনো কিছু সৃষ্টি করার আগে তিনি দিন গণনা করলেন কী উপায়ে?

৭৬.

কোরান শব্দের অর্থ আবৃত্তি। সেই কোরানে একই কথার বারবার হাস্যকর পুনরাবৃত্তি।

৭৭.
মলয় দাস হিমালয় থেকে এসে বলল, সে নবুয়াত পেয়েছে। কাশেম বলল, তুমি কী করে নবুয়াত পাবে! তুমি তো হিন্দু। মলয় বলল, তাতে কী! নবী মুহাম্মদের বাবা-মাও তো পৌত্তলিক ছিলেন। তাছাড়া আল্লার কাছে কি জাতিভেদ আছে? কাশেম বলল, কিন্তু হিমালয়ে তো নবুয়াত পাওয়া যায় না। তা হেরার গুহায় পাওয়া যায়। মলয় বলল, আল্লার কাছে কি জায়গা ভেদ আছে? তাছাড়া তিনি পূর্বে ভারতবর্ষে নবী পাঠাননি, এজন্য অনেকের অভিযোগ ছিল। তাই এবার ভারতে পাঠালেন আরকি।

৭৮.
হুরীর রূপ যৌবন ও চিরকুমারীত্বের বর্ণনায় প্রেরিত মহাপুরুষগণ উচ্ছ্বসিত।

৭৯.
শুনেছিলাম, কোনো এক সময় নাকি কোরানের হরফগুলো আল্লার হুকুমে উধাও হয়ে যাবে। সেই শুভ সময় আসবে কবে?

৮০.

আল্লা যদি আকাশে ব'সে মল-মূত্র ত্যাগ করতেন, তাহলে ওসব পৃথিবীর মানুষের গায়ে পড়ত এবং মহাশূন্য আল্লার মল-মূত্রে ভ'রে যেত। তাই তিনি আমরণ অনশনব্রত পালন করে যাচ্ছেন। না খেয়ে নিজে শুকিয়ে মরছেন, তবুও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করছেন না। তিনি যে কত মহান!

৮১.

আল্লার নাকি কোনো বয়স নেই! আবার তার বয়স নাকি বাড়েও না, কমেও না! তার কারণ হচ্ছে; ডাইনে আল্লার প্রেয়সীর চাচার বাড়ি, বাঁয়ের দিকে পুকুরঘাট সেই ভাবনায় বয়স তাহার বাড়ে না।

৮২.

মৃত আবু লাহাব ও তার মৃত স্ত্রীকে গালি দিয়ে মুমিনদিগের দিনের শুরু হয়। দেড় হাজার বছর আগে মৃত মানুষের হাত ধ্বংস হবার জন্য, গলায় খেজুরের দড়ি পড়ার জন্য আল্লার দরবারে তারই শেখান বুলিতে প্রার্থনা করা হয়।
সোনহনাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আমিন।

৮৩.

জন্মিলেই মরিতে হয়। স্রষ্টা কভু জন্মেন নাই। তাই তিনি কভু মরিবেনও না।

৮৪.

আমাদের দেশে অনেক বাবা-মা এবং শিক্ষক বাচ্চাদেরকে এক ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেটা হচ্ছে কানে ধ'রে উঠবস। নামাজ আর উক্ত শাস্তি প্রক্রিয়া মধ্যে তো তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নামাজের সময় কিছু মারাত্মক কথা বলতে হয়, আর শাস্তি প্রক্রিয়ায় সেটি নেই। তবে কি এটা মুমিন হওয়ার অপরাধে আল্লা-প্রদত্ত শাস্তি?

৮৫.

কেউ চল্লিশ বছর বয়েসের আগে মুমিন হলে কবীরা গুনাহ হবে। কারণ স্বয়ং নবীজি মুমিন হয়েছিলেন চল্লিশে।

৮৬.

আলি - মুহাম্মদের চাচাত ভাই কাম জামাতা। আলি - ফাতেমার চাচা কাম স্বামী। হাসান, হুসেইন - মুহাম্মদের নাতি কাম ভাতিজা। মুহাম্মদ - হাসান, হুসেইনের নানা কাম জ্যাঠা।

৮৭.

আল্লা পাক। কুকুর নাপাক। পাক আল্লা নাপাক কুকুর সৃষ্টি করেছেন কেন? অথবা যে নাপাক জিনিস সৃষ্টি করেছে সে নিজেও ত নাপাক!

৮৮.
আল্লা বলেছেন, "অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" আল্লার নিজের হাতে তৈরি বেহেশতে তো অপচয় ও ভোগ-বিলাসের কোনো শেষ নেই। সে হিসেবে তো বেহেশতবাসীরা সবাই শয়তানের ভাইবোন। এবং এই সীমাহীন অপচয়ের আয়োজক-প্রযোজক-পরিচালক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লা। তাহলে তিনি তো শয়তানের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-ফ্রপিতামহ-ব্রপিতামহ-ভ্রপিতামহ ইত্যাদি।

৮৯.
ইসলামে শুকরের মাংসও হারাম, সুদও হারাম। মুসলিমেরা শুকরের মাংস খায় না। তবে সুদ খেতে খুব ভালবাসে। ব্যাংকে টাকা রেখে সেই টাকার সুদ দিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন পার করে দেয়।

৯০.
ইসলামে নারীরা নামাজে ইমামতি করতে পারে না। আযান দিতে পারে না। যানাযার নামাজে ইমামতি তো দূরের কথা, অংশও নিতে পারে না। কিন্তু কেন?

৯১.
ইসলামী ব্যাংকের সুদে গুনাহ নেই। ১০০ ভাগ হালাল সুদ খেতে হলে ইসলামী ব্যাংকের সাথে সুদের ব্যবসা করুন।

৯২.

নবী মুহাম্মদ, আলীর ভাই কাম শ্বশুর
ফাতেমার বাবা কাম ভাশুর।

৯৩.

প্রশ্ন: কাবাঘরে কে রে?
উত্তর: আমি কিছুই খাই না।

৯৪.

টিনবন্দি খাবারের মত আপাদমস্তক প্যাক ক'রে বোরকায়
সমুখ দিয়ে কে যায়?
রহিমা আপা? নাকি হরলাল কাকু? নাকি মিস্টার মারটিন? নাকি করিম ভাই?

৯৫.

মুমিনরা বিদয়কালে একে অপরকে বলে "আল্লা হাফেজ।" আবার কোরান মুখস্তকারীদেরকেও বলা হয় "হাফেজ"।
হাফেজ-আল্লা ও হাফেজ-মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি?

৯৬.

মুহাম্মদ একদা খাদিজাকে বলল, খালাম্মা, আমি দুম্বার পাল চরাতে গেলাম; দোয়া করবেন। খাদিজা মাথায় হাত দিয়ে বলল, এই পুঁচকে ছোকরা বলে কী !আমি তোর বিবি, খালাম্মা নই। মুহাম্মদ লজ্জা পেয়ে বলল, জ্বি, খালাম্মা, বহুদিনের অভ্যাস তো!

৯৭.

বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর অহ্নিকগতির ফলে দিবা-রাত্রি হয়। পৃথিবী নাকি সূর্যের চারদিকে ঘোরে! এসব ঘোর আল্লা ও রাসুল বিরোধী কথা।

আসল ঘটনা হলো: সূর্য অস্ত যাবার পর আল্লার আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় পতিত হয়। বেচারা সারাদিন জ্বলে মরে, সারারাত নামাজ পড়ে। (নবীজির বাণী, বুখারী শরিফ, হাদিস নাম্বার ৪৪৪১)

৯৮.

আল্লাও হাফেজ, আবার কোরান মুখস্থকারীও হাফেজ। আল্লার সাথে মানুষের তুলনা! শিরক হয়ে গেল না!

৯৯.

হযরত মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সঃ) কে দেখলাম, তিনি মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মুবারক মাজছেন। তিনি মুখে মেসওয়াক রেখে এরূপে ওয়াক-ওয়াক করছিলেন, মনে হয়েছিল যেন বমি করবেন। (ছহি বোখারী হাদিস নাম্বার ২৩৭)

উক্ত হাদিসে জ্ঞানীদের জন্য লুকিয়ে আছে অনেক জ্ঞান। নেকী অনুসন্ধানীদের জন্য নেকী। যারা অশেষ নেকী হাসিল করতে ইচ্ছুক, তারা দৈনিক ২বার মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মেজে ওয়াক-ওয়াক করুন। বেহেশতে যাবার রাস্তা সুগম করুন।

১০০.

প্রশ্ন: বেহেশতে আঙুর-বেদানা আছে, আম-কাঁঠাল নেই কেন?

উত্তর: মুহাম্মদ আঙুর-বেদানা দেখেছে অথবা নাম শুনেছে। কিন্তু আম-কাঁঠাল দেখেও নি, নামও শোনেনি তাই।

১০১.

আদম-হাওয়ার জন্য আল্লা গন্দম ফল হারাম করেছিলেন। গন্দম যদি হারাম হয় তবে আল্লা তা সৃষ্টি করেছিলেন কেন? হারাম জিনিস বেহেশতের মত পবিত্রতম স্থানে রেখেছিলেন কেন?

১০২.

নবী মুহাম্মদ একজন খাদ্যলিপ্সু, নারীলিপ্সু, অর্থলিপ্সু, ক্ষমতালিপ্সু মানুষ ছিলেন। উক্ত বস্তুগুলোর গন্ধ পেলেই তিনি লেজ উঁচিয়ে, জিহবা বের করে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেদিকে দৌড় দিতেন। এমন কি তার চোখের বালিতুল্য কোনো কাফেরও যদি তাকে খেতে বলত, তিনি সে হারাম খাবারের লোভ পর্যন্ত সামলাতে পারতেন না। (কাফেরদের খাবার নবীর জন্য হারাম না! তারা তো আর জীব হত্যার সময় আল্লাকে মহান বলে না!) খায়বারের যুদ্ধে নবীজি নিজ হস্তমোবারক দ্বারা যয়নাব নামে এক মহিলার স্বামী, ভাই ও বাবাকে জবাই করেছিলেন। যয়নাব যখন তাকে প্রিয়জন হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কৌশল করে নিমন্ত্রণ করেছিল, তখন তিনি স্বভাবতই সে লোভ সামলাতে ব্যর্থ হন। এবং যয়নাব হারাম দুম্বার মাংসে বিষ মিশিয়ে নবীকে পরিবেশন করে। যয়নাবের এই সূক্ষ্ম চালাকি আল্লা পর্যন্ত টের পাননি! নবী সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করেন ও ধীর-বিষক্রিয়ায় খেজুর তোলেন (অর্থাৎ মারা যান; মরুভূমিতে তো পটল পাবেন না! তাই খেজুরই ভরসা।)।

১০৩.

আরবী ভাষা জানা প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপরিহার্য ফরজ। কারণ মৃত্যুর পর কবরে সওয়াল-জওয়াব হবে আরবীতে। আমরা যে সকল কমবখত, আরবী জানি না, তাদের উচিত সওয়াল এবং জওয়াবগুলো নকল করে সাথে নিয়ে যাওয়া। যেমন; ১. মা দ্বীনুকা - দ্বীন ইসলাম ২. মা রাব্বুকা - আল্লা।

১০৪.

জীবিত প্রাণীর ছবি আঁকা শিরক, কবীরা হারাম। হজ্জ্বযাত্রীরা পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলার সময় কি আল্লার কুদরতে সাময়িকভাবে মৃত থাকেন? নাকি তারা হজ্জ্বে যাবার আগে আল্লার সাথে শিরক করে যান?

১০৫.

ফাতেমা বিয়ের পর মুহাম্মদকে একদিন বলল, ভাইজান কেমন আছেন। মুহাম্মদ বললো, এই মেয়ে পাগল হয়ে গেছে নাকি, বাবাকে ভাই বলে! ফাতেমা বলল, বিয়ের পরে তো স্বামীই মেয়েদের সব। আপনি আমার স্বামীর ভাই হন, সে সম্পর্কে তো আমারও ভাই; তাই না!

১০৬.
যয়নাব একদা মুহাম্মদকে ডেকে বলল, 'আব্বা (সঃ) মধু খাবেন?' মুহাম্মদ জিহবা বের করে বলল, 'ছি ছি বৌমা! আব্বা বলে না। আমি তোমার স্বামী (সঃ) না!'

১০৭.
পৃথিবী সৃষ্টির আগে আল্লার আরশ পানির উপরে ভাসতো। তিনি মৎস্য প্রজাতির ছিলেন আরকি। এর পরে তিনি বাজপাখিতে বিবর্তিত হলেন। ছয়দিনে সাত আসমান তৈরি করলেন। এবং তার একমাত্র স্থাবর সম্পদ আরশখানা নিয়ে পানি হতে উড়াল দিয়ে আসমানে হিযরত করলেন। **(সুরা ১১; আয়াত ৭)**

১০৮.
নবীজি বলেছিলেন, জীবিত জিনিসের ছবি আঁকা শিরক। নবী তো এখন মৃত। এখন তো তার ছবি আঁকলে গুনাহ হবে না! কারণ তিনি বর্তমানে মৃত।

১০৯.
নবীর মৃত্যুর পরে তার বিধবা বিবিদের পুনঃবিবাহ হারাম। কারণ তারা নাকি মুমিনদের মা, মানে উন্মুল মুমেনীন। তাহলে 'আবুল মুমেনীন' মানে মুমিনদের বাবা কে? নবীজি নন কি? তিনি আব্বা-মুমেনীন হয়ে এতগুলো কন্যা-মুমেনীনকে কীভাবে বিবাহ করলেন?

১১০.
খাদিজা: আচ্ছা মুহাম্মদ, আমি মারা গেলে কি তুমি আবার বিবাহ করবে?
মুহাম্মদ: আপনি মারা গেলে তো আমি শোকে পাগল হয়ে যাব। আর পাগলে কী না করে!

১১১.
আল্লা মুমিন পুরুষদেরকে চার বিবাহ করতে বলেছেন। কিন্তু পেয়ারা নবীজি মারা যাবার কালেও নয়খানা বিবি রেখে গেছেন। তিনি রাসুল হয়ে আল্লার হুকুমের এমনতর অবমাননা করলেন! আখেরাতে কী বিচার যে তার কপালে আছে, আল্লাই জানেন।

১১২.

নারীগণ পুরুষগণের অধিকর্তা। কারণ লেডিস ফার্স্ট। যে সকল নারীগণ অর্থোপার্জন ও ব্যয় করো তারা স্বামীদের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখলেই রাম-ধোলাই দেবে। সুরা ৪:৩৪-এর যুগোপযোগী সম্পাদনা।

১১৩.

আল্লা চিরকুমার। আর তারই প্রেরিত পয়গম্বরের ঘর বিবি, গনিমত ও দাসীতে ভরপুর।

১১৪.
যয়নাব ছিল মুহাম্মদের আপন ফুফাত বোন। যায়েদ ছিল পালিতপুত্র। তাই যয়নাবকে যায়েদ ডাকতো ফুফু। মুহাম্মদ নিজে ঘটকালি করে ফুফু-ভাতিজার বিবাহ দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর ফুফু-ভাতিজা হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী। ভাতিজা ফুফুকে ডাকতে লাগলো বিবি। ফুফু ভাতিজাকে ডাকতে লাগল স্বামী। অপরদিকে মামাত ভাই মুহাম্মদ হয়ে গেল যয়নাবের শ্বশুর-আব্বা। ভাইজানকে, যয়নাব ডাকতে লাগলো আব্বা। আবার কাজিন হতে বধূ যয়নাবকে মুহাম্মদ বিবাহ করে ফেললেন। মুহাম্মদের বাকি বিবিরা আগে ছিল যয়নাবের ভাবী; তারপরে হল আম্মা, অবশেষে হল সতীন! এবার যায়েদের বৌ হয়ে গেল তারই নিজের আম্মা। আবার ভাজিতা থেকে স্বামী যায়েদ হয়ে গেল যয়নাবের পুত্র! আবার মুহাম্মদের ফুফাত বোন হতে বধূ, বধূ হতে বিবি! মুহাম্মদ হল যয়নাবের একাধারে ভাই-আব্বা-স্বামী। ভাগ্যের কী নিদারুণ ঠাট্টা!

১১৫.
নবীজি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নারীলোভী, ক্ষমতালোভী, সম্পত্তিলোভী, খাদ্যলোভী একজন অমানুষ। জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন আপাদমস্তক ভোগী। এমনকি মরার পর প্রাণহীন অবস্থাতেও তিনি নিজেকে ভোগবিহীন অবস্থায় কল্পনা করতে পারেননি। তাই তিনি তার মৃতদেহের জন্য রচনা করেছেন ভোগসর্বস্ব, ঘৃণ্য কল্পনাবিলাস।

১১৬.

নবীজি একদা ফাতেমার বাড়ি আসলেন।
হাসান-হুসেন ডেকে উঠলো, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠামশাই!
নবীজি বিব্রত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের জ্যাঠামশাই নই, নানাভাই হই।
হাসান-হুসেন বলল, বাবার ভাইকে আমরা ক্যামনে ভাই কই?

১১৭.

করিম মিয়া ও রহিম মিয়া দুজন ঘনিষ্ট বন্ধু। বয়েস ৫২ বছর। কয়েকটি ক'রে সন্তান ও স্ত্রী রয়েছে দু'জনেরই। করিম একদা রহিমকে বলল, রহিম আমি তোমার কনিষ্ঠা কন্যা আমেনাকে বিবাহ করতে চাই, যার বয়েস ৬ বছর। রহিম ভীষণ রেগে করিমকে মারতে গেল এই কথা শোনামাত্র। করিম বলল, কেন, ভাই, তুমি কি মনেপ্রাণে মুসলিম নও? সে অত্যধিক রেগে বলল, অবশ্যই মুসলিম, কী বলতে চাস তুই। করিম বলল, তাহলে তুমি কি জান না যে, আমাদের পেয়ারা নবী ৫২ বছর বয়েসে তার বন্ধু আবু বকরের ৬ বছরের কন্যা আয়শাকে বিবাহ করেছিলেন। সকল মুসলিমেরই তো পবিত্র দায়িত্ব নবীজির মহান কর্মকাণ্ডগুলো অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

১১৮.

মহাপয়গম্বর ছিলেন ডাকাতের সর্দার। তার গঠিত ডাকাত দলের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিল তারই জামাতা আলি, জামাতা উসমান, শ্বশুর আবু বকর ও শ্বশুর ওমর।

১১৯.

শূন্যের ওপর শূন্য। তার ওপরে আরেকটি শূন্য। এভাবে একের ওপরে এক করে করে সাতটি শূন্য। সপ্তম শূন্যের ওপরে বসত করে শূন্যের রাজা, সেও শূন্য।

১২০.

প্রশ্ন: আবদুল্লাহ, মুহাম্মদের কে ছিলেন? বাবা নাকি বেহাই?
উত্তর: দুটোই। নবীর আপন জামাতা আলির আপন চাচা আবদুল্লাহ, তার বেহাই হবে না!
প্রশ্ন: আমেনা মুহাম্মদের কে ছিলেন? মা নাকি বেহান?
উত্তর: দুটোই। তার আপন জামাতার চাচী তার বেহান হবে না!

১২১.

হযরত ইবনে দীনার রাঃ কর্তৃক বর্ণিত। তিনি জাবের রাঃ কে বলতে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী সঃ সেখানে আসলেন এবং তাকে কবর হতে বের করালেন ও তার মুখে নিজের থুথু দিয়ে দিলেন। ***সহী বুখারী হাদিস নাম্বার ১১৮৭***

ইবনে উবাই একজন অমুসলিম ছিল। উক্ত হাদিস থেকে আমরা কী শিখলাম? কোনো অমুসলিম মারা গেলে তার মৃতদেহ সমাহিত হয়ে যাবার পরেও লাশটিকে উপরে তুলে এনে তার মুখে থুথু ছিঁটানো প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব! একজন মানুষ অমুসলিম ছিল বলেই তার মৃতমুখে থুথু দিতে হবে? এই ঘৃণ্য কাজ কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? নাকি কেবল নবীর পক্ষে সম্ভব?

১২২.

প্রশ্ন: রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবারতন্ত্রের প্রবর্তক কে?

উত্তর: যিনি দুনিয়ায় শান্তির প্রবর্তক তিনি, মানে স্বয়ং নবীজি। উদাহরণ, ইসলামে খোলেফায়ে রাশেদিনের চারজন খলিফার মধ্যে দুজন নবীর জামাতা (উসমান ও আলি); আর দুজন নবীর শ্বশুর (আবু বকর ও ওমর ফারুক)।

১২৩.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাযেনী রাঃ থেকে বর্ণিত; রাসুল্লাহ বলেছেন, "আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহেরের একটি অংশ।"

জান্নাতের বাগিচা কি এতই কুৎসিত, গাছপালাহীন উত্তপ্ত ধূসর ঊষর নিষ্প্রাণ মরুভূমি?

১২৪.

বন্ধুরা, আপনারা কি কভুও কোনো মানুষের নাম গাভীর বাবা অথবা বিড়ালের বাবা হতে শুনেছেন? তাহলে শুনুন, "আবু বকর" মানে উটের বাবা, "আবু হুরাইরা" মানে বিড়ালের বাবা। গাভীর আব্বা ও বিড়ালের আব্বা দু'জনেই ছিলেন নবীজির ঘনিষ্টতম সাহাবি!

১২৫.

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি বলেছেন; মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববিতে নামাজ পড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকাত নামাজ পড়া থেকে উত্তম। **ছহীহ বুখারী শরিফ ১১১২**

মন্তব্য ১: স্থানভেদে এবাদতের গুণাগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কেমনে?

মন্তব্য ২: সারা জীবন এত কষ্ট স্বীকার ও সময় নষ্ট না করে তবে তো নববি মসজিদে কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে আসলেই মামলা খতম!

১২৬.

*হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবি করিম ফরমায়েছেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হল। হেশাম বলেন, এই অনুমতি পায়খানা-পেশাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। - **বুখারি শরীফ হাদিস নাম্বার ১৪৪***

নবীজী মুমিনাদেরকে কেবল হাগুমুতু করার জন্য বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। আখেরি জামানার মুমিনা নারীরা মল-মূত্র ত্যাগ ছাড়া অন্য কাজে বাইরে যায় কেন?

১২৭.
ছোটভাই আলি, বড়ভাই মুহাম্মদকে বলল:
- ভাইজান, আমরা আর ভাই-ভাই নই। আমরা এখন শ্বশুর-জামাই।

১২৮.
আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাঁর ওয়াদাতে দৃঢ় আস্থা রেখে জিহাদের জন্য অশ্ব পালন করবে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তির নেকীর পাল্লায় ঐ অশ্বের খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাবের সমপরিমাণ নেকী দান করা হবে। ***- ছহী বুখারী হাদিস নাম্বার ২৬৪৫***
* নেকী কি চাল ডাল নাকি যা দাড়িপাল্লায় ওজন করে বেচাকেনা করা যায়?
* হযরত জেহাদী অশ্ব (রাঃ)-এর পবিত্র হাগু-মুতু মুবারক পাল্লায় মাপার জন্য কি কেয়ামত পর্যন্ত কোনো পবিত্র লোটা-মুবারকে ভরে বায়তুলমালে হেফাজত করে রাখতে হবে?
* এই নেকী কি বর্তমান যুগে কোনো জেহাদী বান্দার পক্ষে কামানো সম্ভব? বর্তমানে ঘোড়ায় চড়ে জেহাদ করার স্বপ্ন দেখা অলৌকিক নয় কি?

১২৯.

বেহেশতেও কি নামাজ রোজার বিধান আছে? যদি থাকে কোন হিসাবে? সেখানে কি সূর্য আছে, দিবারাত্রি হয়? এটা সৌরজগতের অন্তর্ভূক্ত নাকি? নবিজি নিশ্চয়ই বেহেশতে রোজা রাখেন। তার ইফতারের জন্য কয়েক বোতল উটের মূত্র পাঠান দরকার। উটের মূত্র তার খুব প্রিয় পানীয় ছিল।

১৩০.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত। নবি করিম যখন পায়খানায় গমন করতেন তখন পড়তেন,"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছি অল খাবা-য়িচ" - ***ছহী বুখারি ১৩৯***

ঈমানদারগণ, বাথরুমে গমনকালে এই দুয়া পড়া ওয়াজিব। নাহলে ত্যাজ্য পদার্থ কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৩১.

রোযা রাখলে অনেক অনেক ছওয়াব। যারা দুর্ভিক্ষে মারা যায়, তাদেরও অনেক অনেক ছওয়াব।

১৩২.

নবি করিম ছঃ বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় নামাজ পড়ার আদেশ করব। অতঃপর নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে যে সকল লোক নামাজের জামাতে আসেনি তাদের বাড়ি গিয়ে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেই। ***ছহি বুখারি, হাদিস নাম্বার ২২৪৪***

আল্লা-প্রেরিত শান্তির দূত নামাজের জামাতে না আসার জন্য মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করেন! আহা কী শান্তি!

১৩৩.

নবীজীর ওফাত মুবারকের পর তাঁর রওজা মুবারকে সওয়ালের জন্য মানকির-নকির ফেরেশতা হাজির হলেন। তাদেরকে দেখে তো নবীজীর চোখ চরখ গাছ! "আরে ব্যাটারা, আমি নবীজি না! আমার কি সওয়াল করবি তোরা?" ফেরেশতাদ্বয় বললেন, "আল্লা ন্যায় বিচারক। উনার কাছে সবাই সমান।"

সওয়াল শুরু: মা দীনুকা।

উত্তর: দীন ইসলামের জনক আমি। তোরা আমারে জিগাস মা দীনুকা?

সওয়াল: মা রাব্বুকা।

উত্তর: আল্লার সৃষ্টিকর্তা আমি নিজে। তোরা আমারে জিগাস মা রাব্বুকা?

১৩৪.

মানুশ একশ-দেড়শ তলা দালান বানাতে পারে। আর সর্বশক্তিমানের বানানো দালান মাত্র সাততলা কেন?

১৩৫.

আল্লা আছেন এবং তিনি মহানতম। এটা একেবারেই ডাহা সত্য কথা। কারণ তিনি নিজের হাতের তৈরি জিব্রাইলের মারফত নিজের প্রেরিত নবীজির কাছে একান্তে এই খবর পাঠিয়েছেন। তবুও কিছু মানুষ কেন এ চরম সত্য বিশ্বাস করে না! ঘটনা কোরান মজিদে লেখা আছে। আল্লা কি মিথ্যা বলেন? কোরান মজিদ কি মিথ্যা?

১৩৬.

রহমতের মাস শেষ হয়ে যাবে মাত্র ক'দিন পর। জান্নাতের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে, দোজখের দুয়ার খুলে যাবে। শৃংখলাবদ্ধ শয়তানের শৃংখল খুলে দেয়া হবে। পৃথিবী পাপে ভরে যাবে। সময় থাকতে জান্নাত দখল করে নেয়া বুদ্ধিমানে কাজ। সময় সীমিত। রমজান মাস রহমতের। বাকি ১১টি মাস কি বেরহমতের? বেরহমতের সময় দয়াময় তৈরি করেছেন কেন? তিনি ১ মাস দয়াময়, ১১ মাস নির্দয়?

১৩৭.

মুছলমান হওয়া কি আল্লাপাকের দরবারে কোনো অপরাধ? মুছলমানরা কেন শুধু শুধু কানে না ধরে উঠবস করতে থাকে?

১৩৮.

উপাসনালয়গুলো পৃথিবীর কী উপকারে আসে? অহেতুক ভূমির অপচয়, অর্থের অপচয়, শ্রমের অপচয়, সময়ের অপচয়, জ্ঞান বুদ্ধির অপব্যবহার। এই অপ্রোয়জনীর বস্তুগুলোর জায়গায় স্কুল, এতিমখানা, উদ্যান, বিজ্ঞানাগার, ক্ষেতখামার ইত্যাদি গড়ে তোলা যেতে পারে, যা মানুষের কাজে লাগে।

১৩৯.

লেখাপড়া না করা সুন্নত। কারণ নবীজি জীবনে কখনো সেই কাজ করেননি।

১৪০.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উবাই রাঃ বর্ণিত:

নবী করিম বলেছেন, কেউ কসম করতে চাইলে আল্লার নামে কসম করবে অন্যথায় চুপ থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা যাবে না। ছহী বুখারি, হাদিস নাম্বার ২৪৮৬

কিন্তু আল্লাতালা নিজে যে গ্রহ নক্ষত্র, বায়ু, ঘোড়া ইত্যাদি দিয়ে কসম খেয়েছেন তার কি হবে? আল্লাহ কি কসমের সাথে খাওয়ার জন্য উপাদেয় জিনিস?

১৪১.

আল্লাহ বলেছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সবাই তো এক ও অদ্বিতীয়। কেউ কি একাধিক হয় বা কারোর দ্বিতীয়-তৃতীয় আছে নাকি? আল্লাহ মানুশের সাথে শিরক করলেন যে!

১৪৪.
আল্লা "হও" বললেই যে কোনো কিছু সাথে সাথে হয়ে যায়। তাহলে মহাবিশ্ব তৈরি করতে তার ছয়দিন লাগল কেন? ছয়দিনে তিনি কতবার হও-হও বলেছেন? আহারে! ছয়টি দিবস, ছয়টি রজনী হও-হও করতে করতে বেচারার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল রে!

১৪৫.
চার বিবাহ করা ফরজ। চৌদ্দ বিবাহ করা সুন্নত। নবীজীর সুন্নত যে-ব্যক্তি মুছলমান হওয়া সত্ত্বেও পালন করবে না, সে বড়ই কম-বখত। তার জন্য জান্নাত কবীরা হারাম।

১৪৬.
নবীজী খাদিজার কাজের ছেলে ছিলেন তো, তাই খাদিজার জীবদ্দশায় আর কোনো শুভকর্ম সংঘঠিত করার সাহস পাননি। শুভকর্মের সদিচ্ছা মনে মনে লালন করেছেন শুধু। আর মনের দুঃখে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরেছেন, এঁটেছেন নানান রকমের দুরভিসন্ধি। খাদিজা ফুফু মারা যাবার পর নবীজীর সুযোগ আসে শুভ কাজ করার, আজন্ম লালিত স্বপ্ন-সাধ পূরণ করার। তারপর তিনি আমরণ মনের আনন্দে শুভ কাজ করতে থাকেন।

১৪৭.

পৃথিবীর ইতিহাসের যেকোনো নিকৃষ্টতম মানুষই যেকোনো ধর্মগুরুর চেয়ে উৎকৃষ্ট।

১৪৮.

কোনো এক যুদ্ধে নবী করিম ছঃ এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নও, তুমি ত আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছ।

ছহী বুখারি হাদিস নাম্বার ২৫৯৫

* সর্বশক্তিমান আল্লাতালা তার নবীর আঙ্গুলকে বিধর্মীদের হাতে আঘাত পাওয়া থেকেও রক্ষা করতে পারলেন না! তার শক্তি তবে আর কী কাজে লাগতে পারে?

*আঙ্গুল ছাড়া আঙ্গুল আর কিছু হয় নাকি?

১৪৯.

কিছু রাক্ষুসে পরমহাঁস খেয়েছিলেন ভারতমহাসাগরের অসহায় মাছ। কিছু চরম উষ্ট্রী করেছিলেন মরুভূমির কণ্টকগুল্ম ভক্ষণ।

১৫০.

হযরত ওমর ইবনে ওবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম ও লেখক সালেম আবুন নজর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ তাকে লিখেছিলেন যে, নবী করিম ছঃ বলেছেন জেনে রাখ, তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। ***ছহী বুখারি হাদিস নাম্বার ২৬১০***

যে তরবারি দ্বারা শুধুই মানুষ হত্যা করা হয় সে তরবারীর নিচেই ঈমানদারিত্বের গন্তব্য! সেখানেও কি বইছে রক্তগঙ্গা? মদের নদী, মধুর নদীর পাশে অমুসলিমের রক্তের নদীও কি বহে যাচ্ছে সেথা ফিনফিন করে? জান্নাতবাসীরা পবিত্র সুরা পানের সাথে সাথে বেদীনের রক্তও কি পান করবে?

১৫১.

আল্লাহর কোনো আকার নাই। তাই তার নাম লেখার সময় আ-কার বাদ দিয়ে লিখতে হবে "অল্লহ"।

১৫২.

পৃথিবীর যে কোনো নিকৃষ্টতম বইও যে কোনো ধর্মগ্রন্থের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বহু শতাব্দী আগেই এগুলি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, এসব আবর্জনা আজও বেঁচেবর্তে আছে এবং কিছু মানুষ এগুলিকে লালন-পালন করছে।

১৫৩.
বিবি খাদিজা একজন মহিয়সী নারী ছিলেন। কারণ তিনি বিগত-যৌবনে তৃতীয় এবং সর্বশেষ বিবাহ করেছিলেন তার ছেলের বয়েসী একটি ছোকরাকে।

১৫৪.
খাদিজা ছাড়া মুহাম্মদের বাকি ১৩জন বিবিই কি বন্ধ্যা ছিলেন? নাহলে আর কারো ঘরে নবীজীর সন্তান হয়নি কেন? তাঁর প্রতি সর্বশক্তিমান দয়াময়ের বিশেষ দয়াও নবী-জায়াগণের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পারল না! একজন নবীর এতগুলি বিবির একসাথে বন্ধ্যা হওয়াও আলৌকিক ব্যাপার নয় কি?

১৫৫.
আল্লার মত এতিম এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই। তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, পাড়া প্রতিবেশী কেউই নেই। এমন কি সে নিজে পর্যন্ত নেই।

১৫৬.

- প্রতিটি মানুষের দু'কাঁধেই বসে আছেন দুইজন করে নূরের তৈরি ফেরেশতা। কিন্তু কোনো মানুষের কাঁধে বাতি জ্বলতে দেখা যায় না কেন?

- রিজিকের মালিক ফেরেশতাদের জন্য কোনো রিজিক রাখেননি তো, খেতে না পেয়ে বেচারাগুলির তেল ফুরিয়ে মরার দশা। জ্বলবে কেমন করে?

১৫৭.

আমার কাঁধে বসিয়া যে দুইজন ফেরেশতা নিরলস আমলনামা লিখিয়া যাইতেছেন, তাহাদের কাগজ কলম ফুরাইয়া গিয়াছিল। আমার কাছে ব্যাপারখানা জানাইলে আমি তাহাদিগের প্রত্যেককে ৪৯ দিস্তা করিয়া কাগজ ও ৪৯ ডজন করিয়া কলম খরিদ করিয়া দিলাম। এগুলি কত দিবস কত রজনী চলিবে একমাত্র আল্লাহই জানেন! বেচারাদিগের কোনো বিশ্রাম নাই। আমার খুব মায়া লাগে। রিজিকের মালিক রাজ্জাকপাক তাহাদিগের তরে কোনো খানাপিনার বরাদ্দ রাখেন নাই। আমি তাহাদিগকে মাঝে মাঝে চা-কফি খাওয়াইয়া থাকি। তাহার বেজায় খুশি হন। আমার আমলনামায় ভাল ভাল কথা লিখিয়া দেন।

১৫৮.
আল্লাহর কোনো আ-কার নাই। অন্যান্য-কার দিয়ে দেখি তাকে কেমন মানায়!
অ-কার: অল্লহ। ই-কার: ইল্লিহ। ঈ-কার: ঈল্লীহ। উ-কার: উল্লুহ। ঊ-কার: ঊল্লূহ। ঋ-কার: ঋল্লৃহ। এ-কার: এল্লেহ। ঐ-কার: ঐল্লৈহ। ও-কার: ওল্লোহ। ঔ-কার: ঔল্লৌহ।

১৫৯.
ফেরেশতারা নাকি নূরের (মানে আলোর) তৈরি। আলো ত দৃশ্যমান। আলোর তৈরি জিব্রাইল ফেরেশতা এতবার নবীজীর কাছে ওহী নিয়ে আসল, কিন্তু কেউ কভুও তাকে দেখল না কেন?

১৬০.
সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস।

১৬১.
আজকাল সমগ্র কাফেরুন যেভাবে আল্লা ও ঈশ্বরকে অপদস্থ করিতেছেন, প্রাণ থাকিলে তাঁহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিতেন।

১৬২.

জান্নাতের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। বাংলাদেশের পাদদেশেও নদ-নদী প্রবাহিত। নবীজি তাঁর জ্ঞানীগুণী সাহাবিগণকে জান্নাতী পরকালের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা জান্নাতে দাখিল হইয়াছেন। বাংলাদেশে আমরা যত বড় বড় মৌ-লোভী দেখিতে পাই যেমন; মৌ-লোভী সাইদী, আবুল কালাম আজাদ, গোলাম আজম প্রমুখ এঁরা পূর্বজন্মে সকলে মরুচারী সাহাবি ছিলেন। এঁদের অশেষ নেকীর বদৌলতে এঁরা নদীবিধৌত বাংলায় পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। এঁরা পরজন্মেও পূর্বজন্মের সকল গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। সুভহানাল্লাহ।

১৬৩.

জোনাকিরা নূরের তৈরি।

১৬৪.

হাফসা বিবি নবীজিকে ডাকিলেন,"কাকামশাই গো কাকামশাই।"

নবীজি লজ্জায় দাঁতে জিহবা কাটিয়া বলিলেন,"বিবি, আমি আর তোমার কাকা নহি, আমি তোমার স্বামী হই।"

১৬৫.

DOG, GOD. একই অক্ষর দিয়ে লেখা ভিন্ন অর্থের ভিন্ন দুটি শব্দ। এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে - DOG-কে আমরা দেখতে পাই, কারণ তার অস্তিত্ব আছে। GOD-এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই আমরা তাকে কভু দেখি না। আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে - DOG-এর ঘেউ ঘেউ আমরা শুনতে পাই, আর GOD-এর ঘেউ ঘেউ কিছু সংখ্যক ভণ্ড প্রতারক ছাড়া বাকিরা কখনো শুনতে পায়নি!

১৬৬.

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম (ছঃ) বনি নুজাইর গোত্রের খেজুর বাগান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ছহী বুখারী, হাদিস নাম্বার ২৮০২

নবীজি শান্তিকামী জীব ছিলেন, এই তার প্রমাণ। নিরীহ বৃক্ষদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের সামান্যতম একটি উদাহরণ মাত্র।

১৬৭.

জ্বীন দিয়ে বাক্য রচনা করো।

১. উনুনে জ্বীন জ্বালাইয়া ডাল-ভাত রন্ধন করা হয়।

২. জ্বালাইয়া গেলা মনের জ্বীন নিভাইয়া গেলা না।

১৬৮.

মানুষ ক্লান্তিতে আলস্যে বা ঘুম আসলে হাই তোলে। প্রকৃতপক্ষে হাই তোলা কবীরা গুনাহ। হাই তুললে সাথে সাথে আল্লাপাকের দরবারে "আসতাগফেরুল্লাহ" বলে তওবা করতে হয়। এটা মনুষ্য শরীরের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এর উপর মানুশের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ইচ্ছে করলেই মানুষ হাই তোলা বন্ধ রাখতে পারে না। হাই তোলা নাকি আল্লার ভীষণ অপছন্দের জিনিস! এই মহাগুনাহের প্রক্রিয়া আল্লাহ মানুষের মাঝে দিলেন কেন?

হাঁচিও মনুষ্য শরীরের একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এটা বান্দার ওপর আল্লাপাক-প্রদত্ত সবিশেষ রহমতের বস্তু। তিনি হাঁচি ভালবাসেন। তাই হাঁচি দেয়ার সাথে সাথে হাঁচিদাতাকে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে হয় "আলহামদুলিল্লাহ" বলে। হাঁচি এমনই বরকতময় দ্রব্য যে, এর শ্রোতারাও এর বরকত থেকে বঞ্চিত হয় না! স্রোতাদেরকেও তাই বিশেষ দোয়া পাঠ করে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। এবং হাঁচিদাতাকে শ্রোতাদের দোয়া শুনে পুনরায় পুনঃশুকরিয়ার দোয়া পাঠ করতে হয়।

১৬৯.

নবী রাসুলেরা মোজেজা শক্তির অধিকারী ছিলেন। এই শক্তিবলে উনারা পশুপাখি কীটপতঙ্গের সাথে কথা বলতে পারতেন। বাচ্চাদের জন্য নির্মিত কার্টুনে আমরা দেখতে পাই পশুপাখিরা কথা বলছে। তার মানে নবী-রাসুলেরা কি কার্টুন চরিত্র ছিলেন?

১৭০.

স্রষ্টার বিশেষ সৃষ্টি অবতার পয়গম্বরেরা কেউ ইঁদুরে চড়ে ভ্রমণ করতেন, কেউ প্যাঁচায় চড়ে ভ্রমণ করতেন কেউবা বোরাকে চড়ে। আরো কত মজার মজার কাহিনী এবং চরিত্র যে তাঁর সৃষ্টি আছে! স্রষ্টা একজন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট। এসব মজার চরিত্র দিয়ে বর্তমানে কার্টুন বানালে দারুণ হত।

১৭১.

নবী করিম (ছঃ) আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য তার নিকট আনছারদের একদল লোক প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাতের বেলা তার বাড়িতে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করলেন। ***- ছহী বুখারী হাদিস নাম্বার ২৮০৪***

দয়ালু নবীজি কাউকে হত্যা করিয়েছিলেন! এই জঘন্য ব্যাপার কি কভুও সত্য হতে পারে? উক্ত হাদিসটি মিথ্যে নয় তো!

১৭২.

কলেমা "নাই"

লা ইলাহা, লা রাসুলুল্লাহ।

বাংলা তর্জমা: কোনো উপাস্য নাই এবং কোনো রাসুলও নাই।

১৭৩.

বন্ধুগণ, আপনারা কি কখনো শুনেছেন, কোনো জামাতা শ্বশুরের চেয়ে বয়েসে বড় হতে? নবীজির জন্ম মোবারক ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে,তাঁর শ্বশুরমশাই আবুকরের জন্ম ৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে, তাঁর শ্বশুরমশাই ওমরের জন্ম ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে। নবীজির অসংখ্য শ্বশুরের মধ্যে উপরোক্ত দু'জনের সাথে শ্বশুর-জামাইয়ের বয়েসের ব্যবধান গাণিতিক উপায়ে দেখা যাক:

৫৭২ (আবুবকর) - ৫৭০ (নবীজি) = ২

৫৮২ (ওমর) - ৫৭০ (নবীজি) = ১২

তার মানে নবীজির শ্বশুর আবুকর তাঁর ২ বছরের ছোট, আর শ্বশুর ওমর তাঁর মাত্র ১২ বছরের ছোট! তাঁরা শ্বশুর-জামাতা পরস্পরকে কী ব'লে সম্বোধন করতেন?

১৭৪.

নবীজি তাঁর বেহাই কাম চাচা আবু তালিবকে বললেন, কী খবর বেহাই?

আবু তালিব বললেন, কী যে বল না, ভাতিজা, লজ্জায় মরে যাই।

১৭৫.
খাদিজা মুহাম্মদকে বললেন, এই ছোকরা, আমি তোকে বিবাহ করতে চাই। নবী বললেন, ফুফুআম্মা, আপনি আমার ১৫ বছরের বড় - অনেকটা মায়ের মতন। আপনার-আমার কীভাবে বিবাহ হবে! লজ্জায় মরে যাই। খাদিজা বললেন, আমার দুম্বা, ভেড়া, উট, খেজুরগাছ সব তোকে দিয়ে দেব। তুই ভিখারি থেকে রাজা হবি। নবী বললেন, ফুফুআম্মা, সত্যি! তাহলে তো লজ্জা পাবার কোনো অবকাশই নাই। আমি রাজি, বিবাহের সানাই এনে দেন, সানাই বাজাই।

১৭৬.
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হযরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হযরত।
- নজরুল ইসলাম
হে পেয়ারা নবী, আপনার কথা মতন কবি হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি করতে পারেননি বলে বিষম অনুতপ্ত ও ব্যথিত। নবীজি, আপনি এই অনুতপ্ত কবিকে ক্ষমা করে দিন।

১৭৭.
হিন্দু ধর্মে সতীদাহ প্রথা ছিল। কিন্তু সৎদাহ প্রথা ছিল না কেন? কোনো হিন্দু পুরুষ কি তবে সৎ ছিল না!

১৭৮.
শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস।
আচ্ছা, তিনি মোরগ না হয়ে হাঁস হলেন কেন?

১৭৯.
- আব্দুল্লাহ নবীজির পিতা নাকি বেহাই ছিলেন?
- পিতা এবং বেহাই দুটোই ছিলেন।
(আবদুল্লাহর ভাতিজা আলী আর নবীজির কন্যা ফাতেমার বিয়ের সুবাদে)

১৮০.
একজন হাজী সাহেবকে আজ আধা-বেঈমান বানিয়ে ছাড়লাম। কুরানের কয়েকটি আয়াত তাঁকে তিলাওয়াত করে শোনালাম। উনি নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে পড়তে বললেন, এগুলি তো কুরানে নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কুরানের তর্জমা পড়েছেন? তিনি বললেন, না, কুরানের আবার অনুবাদ কী?

১৮১.

একদা নবীজি তাঁর সকল বিবি দাসী ও গনিমতীকে ডেকে বললেন, "হে প্রিয়তমাগণ, আমি এক, তোমরা অনেক। তাতে তোমাদের দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। কারণ আমি একাই তিরিশেক।"
(হাদিস অনুসারে - নবীজি তিরিশজন পুরুষের সমান যৌনশক্তির অধিকারী ছিলেন)

১৮২.

অ্যামিবার মৃত্যু নেই। আল্লারও মৃত্যু নেই। তার মানে তিনি অ্যামিবা জাতীয় একটি প্রাণী।

১৮৩.

বদরের যুদ্ধে কোরায়েশ পক্ষের একজন সম্ভ্রান্ত নেতা ও ওমরের মাতুল আস-ই-ইবনে-হিশাম-ইবনে মুগিরাহ ওমরের হাতেই নিহত হন। (হযরত ওমর, লেখক আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ১৯)
বদরের যুদ্ধে ওমর তার নিজের মামাকে নিজের হাতে হত্যা করেছে। 'হযরত ওমর' নামক বইটিতে লেখক ওমরের গুণকীর্তনে মুখরিত। ওমর তার মামাকে হত্যা করেছে, এই মহৎ ব্যাপারটাও ওই মহাকীর্তনের একটা গানের কলি।

১৮৪.

আল্লাহর অশেষ করুণা ও দোয়া ইউনূসের বদৌলতে ইউনূস নবী মাছের বমি হয়ে বেঁচে ছিলেন বহু বছর।

১৮৫.

মিটিমিটি নূরের ফেরেশতা (নক্ষত্র) জ্বলে ওই আঁধার আকাশে। প্রতিটি নক্ষত্রই একেকজন ফেরেশতা। সূর্যও একজন ফেরেশতা। আমরা যে তাঁদেরকে মিটমিট করতে দেখি, এটা আসলে কেবল মিটমিট নয়, তাঁরা অবিরত আল্লাহর জিকিরে মশগুল। আমরা মানুষেরা তো নাওয়া-খাওয়া-পরা-পড়া-নিদ্রা ইত্যাদি দুনিয়াবি ও ইন্দ্রিয়জ কাজ করতে করতে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে ফেলি, একাগ্র চিত্তে জিকির করা হয় না জীবিকার দায়ে। তাঁরা জিতেন্দ্রিয়, জিত-খিদা, জিত-নিদ্রা, জিত-গোসল, জিত-পিপাসা, জিত-মলমুত্র, জিত-কাজকর্ম। তাঁদের একমাত্র কাজ হল শুধু জিকির আর জিকির। নক্ষত্র ভাইয়েরা সবাই বেহেশতে যাবেন। আহা মানুষ না হয়ে যদি ফেরেশতা, মানে নক্ষত্র হতাম; কত নেকী যে হাসিল করতে পারতাম!

১৮৬.

ধুলাবালির আকার আছে। ভাইরাস ব্যাকটিরিয়ারও আকার আছে। আল্লাপাকের তা-ও নেই। আহারে, বেচারা ধুলাবালি কীটি-পতঙ্গেরও অধম!

১৮৭.

নবীজির দুই দুইবার ওপেনহার্ট সার্জারি হয়েছিল। জন্মের পরে একবার, আরেকবার মিরাজে যাবার কালে। সার্জন স্বয়ং আল্লাপাক। নবী বেচারির দিলে বড্ড কালি ছিল তো! কালি সম্বলিত কোনো দুষ্টু দিলের নাপাক মানুষকে তো আল্লাহপাক তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে পারেন না। তাই সার্জারি করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পবিত্র আসমানে তোলা হয়েছিল।

১৮৮.

নবীজি চোদ্দখানা শস্যক্ষেত্রের গর্বিত মালিক ছিলেন আল্লাহর রহমতে। তার মধ্যে মাত্র একখানাতে তিনি শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাকিগুলি অনুৎপাদিতই রয়ে যায় আল্লাহর রহমতে।

১৮৯.

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহাঁস পরমমোরগ।

১৯০.

আল্লাপাক, মানুষ বানিয়েছেন মাটি দিয়ে। মাটি বানিয়েছেন কী দিয়ে?
তিনি জ্বীন বানিয়েছেন আগুন দিয়ে। আগুন বানিয়েছেন কী দিয়ে?
তিনি ফেরেশতা বানিয়েছেন নূর দিয়ে। নূর বানিয়েছেন কী দিয়ে?
তিনি পশু বানিয়েছেন পানি দিয়ে। পানি বানিয়েছেন কী দিয়ে?

১৯১.

আমরা তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই সাহায্য প্রার্থী। (কোরান ১:৪)
আল্লাতালা কি নিজের ইবাদত নিজেই করেন ও নিজের কাছেই নিজে সাহায্য প্রার্থনা করেন?

১৯২.

হত্যা কি কভুও উৎসব হতে পারে? হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা প্রাণী হত্যা করে পার্কে, মাঠে, উঠোনে, বাড়ির ছাদে, তাদেরকে ধিক্কার জানালে ধিক্কারেরও অপমান করা হবে।

১৯৩.

পরমদুম্বা, পরমউট, পরমমেষ। ভারতবর্ষে হাঁস, পরম হলেন। আর মরুভূমিতে দুম্বা, উট, মেষ এঁরা পরম হবেন না, তা কেমন করে হয়?

১৯৪.

বস্তুতঃ যারা কাফের, তুমি ওদিগে ভয় দেখাও বা না দেখাও, একই কথা। ওরা ইমান আনবে না। ***(কোরান ২:৬)***

আল্লা যদি নিশ্চিতভাবেই জেনে থাকেন যে, বেঈমানেরা কভুও ঈমান আনবে না, তাহলে নবী-রাসুল পাঠিয়ে পৃথিবীতে খামোখা অশান্তি সৃষ্টি করার কী দরকার ছিল?

১৯৫.

বিছমিল্লা-হির-রহমা-নির-রাহীম। মানে, পরম দাতা-দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাপাক কি যে কোনোকিছু নিজের নামেই নিজে শুরু করেন? পাগল ছাড়া আর কেউ কি কখনো নিজেকে "পরম দাতা-দয়ালু" আখ্যায়িত করে?

১৯৬.

মুসা নবী নদীতে লাঠির আঘাত করলে নদীর পানি শুকিয়ে গেল।
আহা রে! অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

১৯৭.

হত্যাসুখের উল্লাসে
আল্লাহ ও মুমিন হাসে।

১৯৮.

- আল্লাতালা, আল্লাতালা করছ তুমি কী? এই দেখ না কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!
- কই, কী এঁকেছিস দেখি! কিছুই তো দেখছি না, আঁকলি তুই কী?
- নিরাকারের ছবিও তো নিরাকার। দেখবে তুমি কী?
- কী? এত্তো বড় সাহস তোর, আমার সাথে ইয়ার্কি? দাঁড়া মরার পরে মজা দেখাচ্ছি।

১৯৯.

কেয়ামতের দিন কি আল্লাহর ঘর, মানে কাবা ঘরও ধ্বংস হয়ে যাবে? আল্লাহর ঘর ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি থাকবেন কোথায়?

২০০.

পশুর মরণ-যাতনার চিৎকার ও মুমিনের উল্লাস সমানুপাতিক।

সমাপ্ত